রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা
(State and Government)

ইউনিট ৪

এ যাবৎকালে সৃষ্ট সবচেয়ে আর্দশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এ চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। রাষ্ট্রে অন্যান্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রকাশের একটি মাধ্যম হল সরকার। এটি রাষ্ট্রের মুখপাত্র ও মস্তিষ্কের মত কাজ করে। জনগণের কল্যাণ ও চাহিদার সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। ফলে সরকারের সাথে রাষ্ট্রের নানামুখী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন ধরণ। এজন্যই পৃথিবীতে নানা ধরনের রাষ্ট্র ও সরকার লক্ষ্য করা যায়। এ ইউনিটে আমরা রাষ্ট্র, রাষ্ট্র গঠনের উপাদান, রাষ্ট্র ও সরকারের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ রাষ্ট্র (State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্র কী সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদানগুলো জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যা, ভূখন্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব, অপরিহার্য

রাষ্ট্র একটি সুসংগঠিত এবং স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে নিজ ইচ্ছায় রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। আধুনিককালে রাষ্ট্র অনেক বিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান রয়েছে-

স্থায়ী জনগণ (Population)

জনসমষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের গুরত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে জনমানববিহীন অঞ্চল রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের জন্য স্থায়ী জনসমষ্টি আবশ্যক। তবে জনসমষ্টির নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। কোন কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা খুব কম হতে পারে আবার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসংখ্যা অধিক হতে পারে। যেমন চীনে জনসংখ্যা শত কোটির উপরে। পক্ষান্তরে ব্রোনাইয়ের জনসংখ্যা দুই লাখের মত। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। রাষ্ট্রের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য জনসমষ্টি অত্যাবশ্যক।

নির্ধারিত নির্ধারণকৃত ভূ-খন্ড (Land)

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হল ভূ-খন্ড । ভূ-খন্ড বলতে শুধু ভূমি ও জলাশয়কে বোঝায় না বরং একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও এর আকাশ সীমাকে বোঝায়। কোন রাষ্ট্রের আয়তন খুব কম আবার কোনটির খুব বেশি হতে পারে। যেমন– চীনের আয়তন ৯.৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অপরপক্ষে বিশ্বের একটি ছোট রাষ্ট্র নাউরু যার

আয়তন মাত্র ২১ বর্গ কি.মি.। আবার মনাকোর আয়তন ২.৫ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি. মি.।

সরকার (Government)

রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় অন্যতম উপাদান হল সরকার। সরকার হল আয়নার মত যাতে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রকাশ পায় এবং সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। সরকার রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকাজ পরিচালনা করে। তাছাড়া সরকার রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখে। সরকার মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভাগ তিনটি হল: ১। আইন বিভাগ ২। শাসন বিভাগ ৩। বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রভেদে সরকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

সার্বভৌমত্ব (Soveneignty)

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। ফলে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। সার্বভৌমত্বহীন কোন ভূ-খন্ড, জনসমষ্টি ও সরকারকে রাষ্ট্র বলা চলে না। সার্বভৌমত্ব দুই ধরনের হয়।

(ক) অভ্যন্তরীণ: অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব দ্বারা রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা সংখ্যার উপর অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং আদেশ ও নিষেধ জারি করে। এ ধরনের সার্বভৌমত্ব দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

(খ) বাহ্যিক: বাহ্যিক চরম ক্ষমতা দ্বারা রাষ্ট্র বহি:শক্তির আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। এ ধরনের সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃত।

অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, সার্বভৌমত্ব এবং এ তিনটি উপাদানের সমন্বয়ের জন্য সরকার নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জেলাকে কি রাষ্ট্র বলা যাবে? যদি না যায় তবে কেন?

সারসংক্ষেপ

এ যাবৎকালে সৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য জনসংখ্যা, ভূ-খন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব অপরিহার্য। রাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যা ও ভূ-খন্ডের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। রাষ্ট্রভেদে সরকারের ধরণ ভিন্ন কিন্তু সার্বভৌমত্ব একই রকমভাবে ভোগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্বভৌমত্ব কয় ধরনের?
(ক) চার (খ) দুই (গ) পাঁচ (ঘ) তিন

২। রাষ্ট্রের উপাদানগুলো হল-
সার্বভৌমত্ব ii) বিচার বিভাগ iii) সরকার iv) জনসমষ্টি
কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i + ii + iv (খ) i + iii + iv (গ) ii + iii + iv (ঘ) i + iv

পাঠ-৪.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র (Economic System and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রকে কিসের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তা জানতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণিকৃত রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা, অর্থনীতি, জনকল্যাণ, সম্পদ, উৎপাদন, বন্টন, সমান

মানব সমাজের কল্যাণের তাগিদে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে শ্রেণি বিভাগ করা হয়।

১। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
২। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে
৩। ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে
৪। উত্তরাধিকার সূত্রে
৫। উদ্দেশ্য অনুসারে

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে মালিকানার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (Capitalist state) এবং
২। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Socialist state) ।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ঃ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে পুঁজি সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উপর রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা থাকে এবং অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ বিদ্যমান। সাধারণত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মুক্ত বাজার অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে না বরং চাহিদা ও যোগান দ্বারা বাজার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক ব্যয় কম হয় এবং সরকার পুঁজি বিনিয়োগের যাবতীয় কাঠামোগত ও নীতিগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। ফলে ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদান যেমন-ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা সবকিছুর মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের হাতে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা নেই। বরং ব্যক্তির জীবনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আয়ের উপর করারোপ করে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা সচেষ্ট থাকে। রাষ্ট্র শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করে দেয় এবং রাষ্ট্র তার রাজস্ব আয় জনকল্যাণে ব্যয় করে। বিলুপ্ত হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে চীন, ভেনিজুয়েলা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলো হল

১। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। অন্য দলের অস্তিত্ব থাকে না।
২। উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলবৎ করা হয়।

৩। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না।
৪। সরকার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৫। এ ধরনের রাষ্ট্রে দল ও সরকার একই হয়। দলই সব ক্ষমতা ভোগ করে।

অর্থাৎ অর্থনীতি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রীয়-সম্পদ, পুঁজি, বিনিয়োগ, শ্রম ও মুনাফা এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকলে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অন্যদিকে এসব বিষয়ে যদি রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে তবে তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের প্রকারভেদের ভিত্তিগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

নানাবিধ কারণে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মিশ্র অর্থনীতি ভিত্তিক রাষ্ট্র, ইসলামী অর্থব্যবস্থা ভিত্তিক রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা ও বাজারের অবাধ ও অনেক সময় অসম প্রতিযোগিতা। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রাধান্য পায় কিন্তু সামাজিক বৈষম্যও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পদ ও বাজার ব্যবস্থা রাষ্ট্র মালিকানায় থাকে এর ফলে সমাজে একটা সমতার পরিবেশ বজায় থাকে। কিন্তু নাগরিকগণ চরমভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বঞ্চিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন ধারণার উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।
ক) মুক্ত বাজার অর্থনীতি খ) সম্পদের সুষম বন্টন
গ) নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ঘ) রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

২। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র " এ ধরনের শ্রেণি বিভাজন কিসের ভিত্তিতে ?
ক) সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে খ) ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে
গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৪.৩ ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্র (Sources of Power and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কত ভাগে ভাগ যায় তা জানতে পারবেন।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	জনগণ, ক্ষমতার উৎস, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বশীল, একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার

রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয়ে ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামক। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Democratic State) এবং ২। একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Autocratic State)।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

গণতন্ত্র হল জনগণের সরকার। জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। লর্ড ব্রাইস এর মতে, "যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা কোনো বিশেষ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত না থেকে সমাজের সকল সদস্যের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে।" একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল মানুষের স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সরকারের সমালোচনার সুযোগ থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। এতে জনগণের স্বার্থ রক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেয়া থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেমন: বাংলাদেশ , ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুনাবলি

গণতন্ত্র জনগণের অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। এটি আধুনিককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের অনেক ভাল দিক রয়েছে। নিম্নে গণতন্ত্রের গুনাবলি আলোচনা করা হল-

১. দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা : এ শাসন ব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। সরকার রাষ্ট্রের যে কোন কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয় লাভের জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করে থাকে। এর ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ : গণতন্ত্র নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ মতামত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। সকলে মিলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। এতে নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয়।

৩. সমানাধিকার : গণতন্ত্রে সবাই সমান। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যেক ক্ষেত্রে সবার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে।

৪. সরকারের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি: জনগণের আস্থা যত দিন থাকে সরকার তত দিন স্থায়ী হয়। তাই জনসমর্থন লাভের আশায় দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করতে স্বচেষ্ট হয়। এতে সরকারের সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫. নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি : রাষ্ট্র পরিচালনার ভার থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির অন্যতম হাতিয়ার হল নির্বাচন। এটি জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। ফলে নাগরিকদের সংস্কৃতি উন্নত হয় এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং নাগরিকের সম্মান বেড়ে যায়।

৬. বিপ্লবের সম্ভাবনা হ্রাস : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তনশীল। সুনির্দিষ্ট সময় পরপর সরকার পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকায় বিপ্লবে সম্ভাবনা কম থাকে।

৭. রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যম : গণতন্ত্র সকলকে রাজনৈতিক চর্চার সমান সুযোগ দেয়। ফলে সকলেই রাজনীতি চর্চা ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করে। তাই জে.এস. মিল বলেন, "গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থার শিক্ষা দান করে।"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষ

গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা হলেও এর কিছু ত্রুটি আছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল:

১. দলকানা শাসন ব্যবস্থা : গণতন্ত্রে ক্ষমতাশীল দল সর্বদাই নিজ দলের স্বার্থ রক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অনেকটা অবজ্ঞা করে।

২. অজ্ঞ ও অযোগ্যদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসক মনোনয়ন করা হয়। ফলে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেকি (Lacky) বলেন, "গণতন্ত্র, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অযোগ্যদের শাসন।" বিজ্ঞ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ নির্বাচনের জটিলতায় অংশ নিতে চায় না বলেই অদক্ষ মানুষ যে সুযোগ নিয়ে থাকে।

৩. যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার প্রাধান্য : গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। ফলে এখানে গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব প্রাধান্য পায়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার নির্বাচিত হয় বিধায় মেধা ও যোগ্যতার অবমূল্যায়নের সুযোগ রয়ে যায়।

৪. ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন : ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন গণতন্ত্রের অন্যতম সীমাবদ্ধতা। একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করার পর সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিকল্পনা তৈরি করে। কিন্তু ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে এসব পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না।

৫. আবেগ দ্বারা পরিচালিত : গণতন্ত্রে আবেগের প্রভাব বেশি। অনেক সময় বক্তাগণ আবেগময় বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে বশ করে ফেলে। এর ফলে দূর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয়।

তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থারও কিছু সমস্যা থাকে। আইনের শাসন, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, বাকস্বাধীনতা, সাম্য, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ইত্যাদি টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হল যেখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা শাসকের হাতে অর্পিত থাকে। তিনি একক সিদ্ধান্তে উক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন। এ ধরনের ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ থাকে আজ্ঞাবাহী অর্থাৎ শাসকের আদেশ নিষেধ মেনে চলে। একক রাজনৈতিক দল থাকে এবং শাসকের জবাবদিহিতা অনুপস্থিত।

একনায়কতন্ত্রে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার (রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র) সীমিত স্বাধীনতা থাকে এবং এসব মাধ্যম সরকারের প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত হয়। আইন ও বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল এক জাতি, এক নেতা ও এক দেশ। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো ছিলেন একনায়কদের মধ্যে অন্যতম।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুবিধা

একনায়ক রাষ্ট্রের উন্নতি চাইলে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন প্রকল্প ও ধারা অব্যাহত থাকে। নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বেশি স্বাধীন। একনীতি ও আদর্শে রাষ্ট্র শাসিত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঐক্য বজায় থাকে। বিভিন্ন দল-উপদল, গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন করতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনা তুলনামূলক সরল প্রকৃতি এবং ব্যয় বহুল নয়।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ:

একনায়কতন্ত্র চরম ও স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির সরকার ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি অকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা। এর ত্রুটিসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল:

১. স্বৈরাতান্ত্রিক: একনায়কতন্ত্র সর্বাত্মক প্রকৃতির এবং স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারও নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা এক জনের হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি তার ইচ্ছামত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। তিনি সংবিধানের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের খেয়াল খুশিমত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

২. ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী: এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। শাসকের নির্দেশই হল আইন। ফলে এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে। এতে ব্যক্তির স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই।

৩. বিপ্লবের সম্ভাবনা: এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের ভয় থাকে কারণ এতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। শাসক জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনতে চান না। আইনের অনুশাসন ও ন্যায় বিচার সাধারণত উপেক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনায়কের অসীম ক্ষমতা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণ ঐকবদ্ধ হয়। প্রয়োজনে তারা বিপ্লবের ডাক দেয়।

৪. নেতৃত্ব সৃষ্টির অন্তরায়: একনায়কতন্ত্রে একক নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ খুবই কম থাকে। উপরন্তু রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বাধাগ্রস্ত হয় কারণ এতে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না।

৫. বিশ্বশান্তির হুমকিস্বরূপ: বিশ্বে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশি হলে রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তি বিরোধী কারণ এটা উগ্রজাতীয়তাবোধকে ধারণ ও লালন করে। জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনী এমন মনোভাব দেখিয়ে বিশ্বযুদ্ধ উস্কে দিয়েছিলেন।

৬. আইনের শাসন উপক্ষো : একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন থাকে না। বরং এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি বা একনায়ক তার ইচ্ছানুযায়ী সংবিধান ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. রাষ্ট্রের প্রাধান্য : "রাষ্ট্রই সব, সকলেই রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার উৎস"- একনায়কতন্ত্র এরূপ পরিস্থিতি তৈরি করে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধে কোন ব্যবধান থাকে না। তাই জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকে না।

একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধানত দুই প্রকার- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। এ ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার প্রয়োগসহ রাজনীতি চর্চার সুযোগ থাকে। অন্যদিকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক ব্যক্তির শাসন বহাল থাকে। ফলে সেই একনায়কের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজস্ব মত প্রকাশের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। জনগণ স্বাধীনভাবে রাজনীতি চর্চা করতে পাওে না, তাছাড়া এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন অবকাশও নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সার্বভৌম ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের?

ক) এক খ) দুই গ) তিন ঘ) চার

পাঠ-৪.৪ ক্ষমতার বন্টন নীতি এবং রাষ্ট্র (Distribution of Power and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা অর্পণ, ফেডারেশন, দ্রুত, ধীর, সাংবিধানিক, কেন্দ্র ও প্রদেশ

রাষ্ট্রের আয়তন, জনসংখ্যা ও জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগ ও অঞ্চলে বন্টন করা হয়। ক্ষমতা বণ্টনের ধরণ ও নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State) এবং (২) যুক্তরাষ্ট্র (Federal State)।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা (Unitary State)

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র সার্বিকভাবে কেন্দ্রিয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। এতে কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা উৎসারিত হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে শাসনকার্যের সুবিধার্থে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিগণও সেসব অঞ্চলের প্রশাসনিক অবস্থা তদারকি করেন। বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় সমগ্র রাষ্ট্রে একই প্রকার নীতি আইন ও পরিকল্পনা একযোগে বলবৎ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রশাসনিক সামঞ্জস্যতা রক্ষা পায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্র বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকলেও আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন থাকে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সর্বাধিক উপযুক্ত এবং একটি জনপ্রিয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

আবার এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে খুব বেশি কার্যকর নয়। কারণ সকল অঞ্চলের জন্য গ্রহণযোগ্য নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা জটিল ব্যাপার। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের বাড়তি চাপ পড়ে। যার ফলে কেন্দ্র অন্যান্য প্রদেশ বা অঞ্চলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে পারে না। তাছাড়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তখন সকল প্রদেশ বা এলাকার জন্য একক ও অভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অথচ ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কঠোর সমালোচনার শিকার হয়।

সর্বোপরি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত।

যুক্তরাষ্ট্র (Federal State)

ইংরেজি ফেডারেশন (Federation) শব্দের পারিভাষিক রূপ হল যুক্তরাষ্ট্র যার উৎপত্তি ল্যাটিন Foedus শব্দের অর্থ মিলন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্র বলতে একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হয়ে একরাষ্ট্রে পরিণত হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। Prof. Diceye বলেন "যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হল জাতীয় ঐক্যের সাথে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন"।

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসন পরিচালনার সুবিধার্থে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র সবসময় শক্তিশালী হয়। কারণ পাশাপাশি কতগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে এ ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণের মাধ্যমে শক্তিশালী ও বৃহৎ অর্থনীতি গঠন করে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। সে কারণে পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রই কম বেশি উন্নত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ। আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতও একটি যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ দুটি সরকারের প্রতি অনুগত্য দেখায়। দুই প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। যেমন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় না।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জটিল প্রকৃতির। কারণ বাহির থেকে এটি শুধু একটি রাষ্ট্র কিন্তু ভেতর থেকে এটি বহুরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা বন্টনের ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসিত হওয়ায় কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। যেমন- কানাডার কুইবেক প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ত্রুটি থাকলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি কাম্য শাসন ব্যবস্থা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কি কার্যকরী হবে?

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার বন্টণ নীতিতে দুই ধরণের রাষ্ট্র দেখা যায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা হয়। সরকার, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারী একটি কেন্দ্রের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। তুলনামূলক ক্ষুদ্র আয়তনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা খুব কার্যকর কিন্তু বৃহৎ আয়তনের রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা থাকলে জনগণ প্রকৃত জনসেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। অন্যদিকে যে ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের মাঝে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তাই হল যুক্তরাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রে সাধারণত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা প্রদেশে ভাগ করে দেওয়া হয়। যেমন- আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্ষমতা বন্টনের ধরণ ও নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের ?

ক) এক খ) দুই গ) তিন ঘ) চার

২। ভারত + বাংলাদেশ হল–

i) এককেন্দ্রিক + যুক্তরাষ্ট্রীয় ii) গণতান্ত্রিক + এককেন্দ্রিক

iii) যুক্তরাষ্ট্রীয় + এককেন্দ্রিক iv) এককেন্দ্রিক + এককেন্দ্রিক

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) ii খ) iii গ) ii+iv ঘ) iii + iv

পাঠ-৪.৫ উত্তরাধিকার এবং রাষ্ট্র (Heredity and State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত প্রকার তা জানতে পারবেন।
- নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হবে।
- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ধরন বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজা বা রানী, নামমাত্র, উত্তরাধিকার, স্বেচ্ছাচারিতা, সীমিত

কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বন্টন করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। উত্তরাধিকার বলে রাজতন্ত্রে রাজার পুত্র অথবা কন্যা রাষ্ট্রের রাজা বা রানী হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজতন্ত্র ছিল ইতিহাসের ফল ও জনপ্রিয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীতে এসে কিছু কিছু রাষ্ট্র ব্যতীত সবখানেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। রাজতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং

২। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সকল ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকায় জরুরি মূহুর্তে রাজা দ্রুত এবং চটজলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। আবার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বেশি দিন ধরে ক্ষমতায় থাকার দরুন অভিজ্ঞ হয়। সেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্যের মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। যেমন ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ, রানী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ তারা খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

অন্যদিকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রধান অসুবিধা হল উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সময় অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তি রাজা বা রানী হতে পারে। এতে করে প্রশাসনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। আবার নিরঙ্কুশ রাজা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারি হয়। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ জর্দান ও সৌদি আরবের শাসন ব্যবস্থা কে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বলা যায়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে নতুবা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রের প্রধান হন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে। রাজা বা রানী এক্ষেত্রে সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটি বিশেষ সুবিধা হল এতে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয় এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ অংশগ্রহণ থাকে। এক্ষেত্রে রাজা বা রাণী কোন দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না বরং তিনি কাউন্সিলসর অব মিনিস্টারসদের প্রতি পক্ষপাতহীন থাকেন। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রাণী নামমাত্র রাষ্ট্র প্রধান হন। রাজা বা

রানীর সম্মানসূচক একটি অবস্থান থাকে এবং বিশেষ কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজার কর্তৃত্ব সীমিত থাকে এবং মন্ত্রিরা প্রকৃত ক্ষমতা চর্চা করে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন রাজার নিকট নন।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পার্থক্য করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজার সন্তান রাজা হবে এটাই রাজতন্ত্র বা উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য। এই রাজতন্ত্র দুই ধরনের হয়ে থাকে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের এ যুগে রাজতন্ত্র খুব একটা কার্যকর নেই। তবু সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ব্রুনাই এর মত রাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র রয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক অনেক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে। যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের রাজতন্ত্রে রাজা বা রাণী জনপ্রতিনিধিদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং তারাই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের এ ধরনের শ্রেণীকরণ কিসের ভিত্তিতে ?
   ক) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে
   খ) উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে
   গ) ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে
   ঘ) আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে

২। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে নামমাত্র ও প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন যথাক্রমে কারা?
   ক) রাজা বা রানী ও জনপ্রতিনিধি
   খ) জনপ্রতিনিধি ও ন্যায়পাল
   গ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি
   ঘ) রাজা বা রাণী ও বিচারবিভাগ

পাঠ-৪.৬ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র (Types of State on Purpose)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কেমন হয় তা জানতে পারবেন।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কল্যাণ, মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা, জীবনমান, গ্রহণযোগ্যতা

রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণ। মানুষ নিজেদের অধিকার, কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। এই উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্র হল কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State)

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করে থাকে। মানবিক চিত্ত বিকাশে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রগুলো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে না। উদাহরণস্বরূপ- ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি। কল্যাণমুলক রাষ্ট্র সনাতন রাষ্ট্রের একটি আধুনিক রূপ। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। পূর্বে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহি:শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা। রাষ্ট্র এখন আর পুলিশি দায়িত্ব পালন করছে না। জনকল্যাণ সাধনই আজকের যুগে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। বর্তমানে রাষ্ট্র শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র। নিম্নে সে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল–

- রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, এতিমখানা, সরাইখানা, খাদ্য ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও বেকার ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, অবসরকালীন ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনী থাকে না বললেই চলে। এসব রাষ্ট্র সামরিক ব্যয় হ্রাস করে জনকল্যাণমূলক কাজে ভর্তুকি বৃদ্ধি করে।
- এ ধরনের রাষ্ট্র কর ব্যবস্থার মাধ্যমে (ধনীদের উপর উচ্চহারে ও দরিদ্রদের উপর কম হারে কর ধার্য করা) গরীব, অসহায় ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- নুন্যতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া সমবায় সমিতি ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সর্বদাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার স্বীকার করে এবং তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- জনসাধারণের জীবনমান বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। যেমন-পেনশন প্রদান, যৌথ বীমা, বেকার ভাতা প্রদান, কল্যাণ ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ কী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র?

বাংলাদেশ পুরোপুরি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়। কেননা বাংলাদেশে এখনও সকলের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত নয়। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের তথ্যমতে এখন প্রায় ৩১ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তবে দারিদ্রের হার যে গতিতে হ্রাস পাচ্ছে তাতে বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাছাকাছি চলে এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র? আপনার উত্তর ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যদিও মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হল শোষণের হাতিয়ার। তবে এটাও সত্যি আধুনিক কালে রাষ্ট্র ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। কেননা রাষ্ট্র নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তাসহ জীবনের জন্য অনেক অপরিহার্য চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অনেক সুকুমার বৃত্তির বিকাশেও ভূমিকা রাখে। তবে পৃথিবীতে কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলো জনগণের জন্য অধিক কল্যাণমূলক কাজ করে থাকে সেগুলোকেই কল্যাণ রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন-সুইডেন, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত কল্যাণরাষ্ট্র। তবে অনেক রাষ্ট্র কল্যাণরাষ্ট্রের মত কাজ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও পুরো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোন্‌টি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক) মৌলিক চাহিদা পূরণ করা
খ) সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া
গ) কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করা
ঘ) দরিদ্রদের উপর অপেক্ষাকৃত কম হারে কর ধার্য করা

২। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে বলা যায়–
i) একবিংশ শতাব্দীতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে
ii) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সর্বদা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী
iii) যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে একমাত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
iv) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) iii ও iv খ) i+ iii গ) i+ ii+ iii ঘ) i+ iv

পাঠ-৪.৭ সরকার (Government)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কোন্ কোন্ ভিত্তিতে সরকারকে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় তা স্পষ্ট হবে।
- সরকারের বিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	পরিচালনা, নির্বাহ, ক্ষমতার বন্টন, এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়

রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতিরেকে রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। সরকার হল রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধম। সরকারের মাধ্যমে মূলত রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সরকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করাও সরকারের দায়িত্ব।
অধ্যাপক আর জি গেটেল বলেন, "সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি যন্ত্র বা সংস্থা।" (Government is the organization or machinery of the state.)
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল সরকারকে মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি জীবদেহের মতো হলে তাকে পরিচালনার জন্য যেমন মস্তিষ্কের প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার অপরিহার্য।
সরকার মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে। যথা–

১। আইন বিভাগ (Legislature),
২। শাসন বিভাগ (Executive) এবং
৩। বিচার বিভাগ (Judiciary)।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

দার্শনিকগণ সরকারের ধারণার সৃষ্টি কাল থেকে সরকারকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। গ্রীক পন্ডিত এরিস্টটল তার বিখ্যাত The Politics গ্রন্থে দুটি মূলনীতির ভিত্তি করে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রথমটি হল উদ্দেশ্যমূলক নীতি ও অন্যটি হল সংখ্যানীতি। এ দুটি নীতির উপর ভিত্তিকে তিনি ছয় ধরনের সরকার ব্যবস্থা উল্লেখ করেন।

শাসকের সংখ্যা	*স্বাভাবিক রূপ*	*বিকৃত রূপ*
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচারতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজনের শাসন	গণতন্ত্র	জনতন্ত্র

পরবর্তী সময়ে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। তবে স্টিফেন লীকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণিবিভাগটিই এ পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। লীকক সরকারকে মূলত দু ভাগে ভাগ করেছেন। যথা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র। গণতন্ত্রকে তিনি আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে শ্রেণিভূক্ত করেছেন। পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার দু'ধরনে: একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অন্যটি সাধারণতন্ত্র। ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র আবার এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে পারে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আবার সংসদীয় সরকার এবং

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার নামক দুটি রূপের কথা বলেছেন। তবে আধুনিক কালে নিম্নরূপ সরকার ব্যবস্থা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

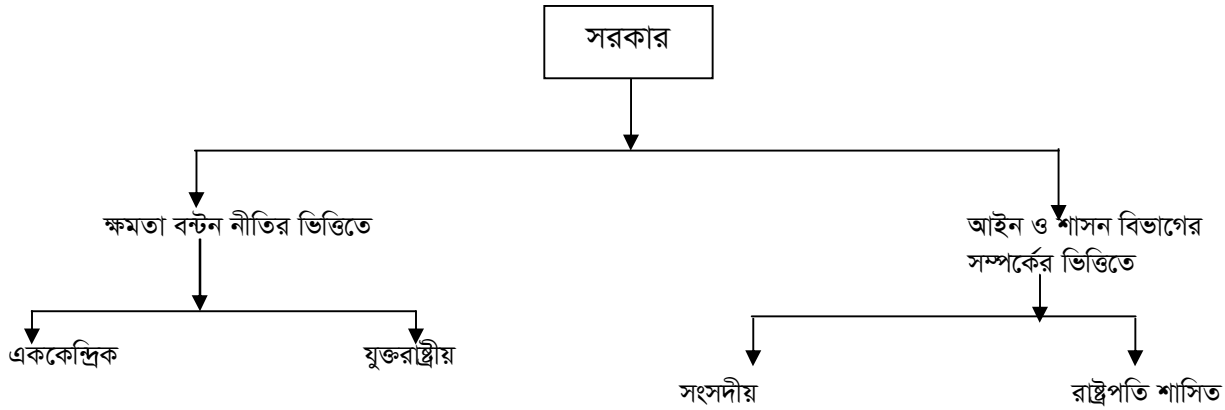

সরকারের ধরণ যেমনই হোক সরকার হল রাষ্ট্র নামক জাহাজের কান্ডারী। সরকারের উপরই নির্ভর করে জনগণের কল্যাণ। আধুনিককালে যে সরকার জনমত ও কল্যাণকে যত প্রাধান্য দিচ্ছে সে সরকারই বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সরকারের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার বিন্যাস ও প্রয়োগভেদে সরকার ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন ব্যবস্থায় সরকার কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয় আবার কোন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশ দুই অংশ থেকে; কোথাও সরকার আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে; আবার কোথাও এক ব্যক্তির নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সরকার ব্যবস্থা যে ধরণের হোক সব ধরণের সরকারেরই আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। ক্ষমতা বন্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীকরণ কোন্‌টি ?
- ক) এককেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রপতি শাসিত
- খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়
- গ) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
- ঘ) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও রাষ্ট্রপতি শাসিত

২। কোন্‌টি ঠিক?
- ক) ভারত ঃ এককেন্দ্রিক ও সংসদীয়
- খ) যুক্তরাষ্ট্র ঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
- গ) বাংলাদেশ ঃ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ও এককেন্দ্রিক।
- ঘ) যুক্তরাজ্য ঃ সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয়।

ক) i ও iv খ) ii ও iii গ) ii+ iv+ i ঘ) ii + iii + iv

পাঠ-৪.৮ ক্ষমতার বন্টন নীতি অনুসারে সরকার (Government on Principles of Distribution of Power)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষমতার বন্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীগুলো জানতে পারবেন।
- এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কী বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্র ও প্রদেশ, সরকার প্রধান, রাষ্ট্র প্রধান, জাতীয় ঐক্য, জটিল, স্বেচ্ছাচারিতা

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাংবিধানিকভাবে একটি অংশের কাছেও রাখা যায়, আবার রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে তা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। এভাবে ক্ষমতা বিভাজনই ক্ষমতা বন্টন। ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:
এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government) এবং
যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)।

এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government)
এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার থাকে না। তবে প্রাদেশিক প্রশাসন থাকতে পারে যা কোন প্রাদেশিক সরকার নয়। প্রাদেশিক প্রশাসন কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রয়োজন নেই। যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার রয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধাসমূহ
এককেন্দ্রিক সরকারের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল-

১. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ থাকলেও প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন থাকে না। একারণে সারাদেশে একই নীতিমালা,পরিকল্পনা ও আইন প্রণয়ন করা সুবিধাজনক হয় যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

২. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের স্বার্থ আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝামেলা কম হয়।

৩. সাংগঠনিক সহজবোধ্যতা
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং এর সাংগঠনিক ব্যবস্থা সরল প্রকৃতির হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকে না। তাছাড়া সারাদেশে অভিন্ন পরিকল্পনা, নীতি ও আইন বাস্তবায়ন করা হয় বিধায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্যতা ঠিক থাকে।

৪. সরকারি ব্যয় কম
শুধুমাত্র কেন্দ্রে সরকার গঠন করায় এককেন্দ্রিক সরকারে প্রশাসনিক ব্যয় খুবই কম। কেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য প্রশাসনিক অঞ্চলে কোন সংসদ বা মন্ত্রিপরিষদ না থাকায় সরকারের ব্যয় কম হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাহায্যে সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়।

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ
এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধার পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে।

এককেন্দ্রিক সরকার নেতৃত্ব বিকাশের পরিপন্থী। সমগ্র দেশের কার্যক্রম একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হবার ফলে সরকারি কাজ স্থবির হয়ে যায়। কেন্দ্র প্রায়শ স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব দেখায়। সর্বোপরি এটি বৃহ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)

একাধিক স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ মিলে যখন একটি সরকার গঠন করে তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। বস্তুত এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা আংশিকভাবে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রদেশ ও কেন্দ্র উভয়েই ক্ষমতা লাভ করে এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বজায় রেখে নিজ নিজ শাসন পরিচালনা করতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দ্বৈত সরকারও বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা বা গুণাবলিগুলো হল-

১. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বকীয়তা ও ভিন্নতা বজায় থাকে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় ঐক্য তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য থাকলেও এক ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠে।

২. স্থানীয় সমস্যা সমাধান

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার স্থানীয় সমস্যাগুলো সহজে চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তা সমাধান করতে পারে। এক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস পায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর থেকে কাজের চাপ লাঘব হয় এবং কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালনে অধিক সুযোগ পায়।

৪. শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে উপযোগী

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হবার সুযোগ পায়। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রগুলো কম বেশি উন্নত হয় কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৫. নেতৃত্বের বিকাশ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। স্থানীয় সমস্যাগুলো স্থানীয় জনসাধারণই সমাধান করে। ফলে তারা রাষ্ট্রীয় কার্যে জড়িয়ে পড়ে। এতে করে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

৬. রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ দু'টি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দু প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক মানুষ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অসুবিধাসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ

১. জটিল সরকার ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। বাইরে থেকে এটি এক রাষ্ট্র মনে হলেও ভেতরে এটি অনেক রাষ্ট্রের সমন্বিতরূপ। এ ধরনের রাষ্ট্রে কেন্দ্রিয় সরকার ছাড়াও প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ সরকারের ভিতর

সরকার। এখানে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রিয় সকল ধরনের আইনই বলবৎ থাকে যা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে (আইন তৈরিও তা বাস্তবায়ন, ক্ষমতা বণ্টন) জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

২. ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একটি ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা। এতে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকারের দুটি আলাদা শাসন কাঠামো থাকে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশাসনে বহুসংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করে। এতে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা

সাংগঠনিক দুর্বলতা এ ধরনের সরকারের একটি অন্যতম সমস্যা। ক্ষমতা ভাগাভাগি হওয়ার ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের মতামত প্রয়োজন হয়। তাই জরুরি অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

৪. বিচ্ছিন্নতামুখী

এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসিত। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতার জন্ম হয়। এর ফলে কোন কোন প্রদেশ বা অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা বন্টণের ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়। সরকারের প্রধান নির্বাহী ও সকল জনপ্রতিনিধি একই আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সাধারণত ক্ষুদ্র আয়তনের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকার খুব কার্যকর হয়। অন্যদিকে যে সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশ এই ভাগে বিভক্ত থাকে তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে জড়িত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সাধারণত প্রাদেশিক সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বৃহৎ আয়তনের রাষ্ট্রে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বেশি দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোনটি এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা নয় ?
ক) জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা খ) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ গ) স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের পরিপন্থী ঘ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার–
i) স্থানীয় সমস্যা দ্রুত সমাধান করে।
ii) জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে
iii) ক্ষমতা বন্টন নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে
iv) বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i+ iv খ) ii + iii গ) iii + iv ঘ) সবকটিই।

পাঠ-৪.৯ আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী সরকার
(Types of Government according to Relation between Legislature and Executive)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী সরকারের শ্রেণি জানতে পারবেন।
- সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংসদ, মন্ত্রিপরিষদ, রাষ্ট্রপ্রধান, আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, দায়িত্বশীল

সরকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল আইন ও শাসন বিভাগ। এ দু'টি বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে দু ভাগে ভাগ করা যায় যথা:
সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of Government) ও
রাষ্ট্রপতি শাসতি সরকার (Presidential form of Government)।

সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of Government)
সংসদীয় সরকারের অপর নাম মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। সংসদীয় সরকার হল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। নির্বাহী বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং দলের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন। এ সরকার ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন যিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। পার্লামেন্ট বা আইনসভার মধ্য থেকে মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয় বলে একে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় সরকার বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত আছে।

সংসদীয় সরকারের গুণাবলি
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা হল একটি জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা। নিম্নে এর গুণাবলি বর্ণিত হল-

১. আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়
এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। কারণ শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইন সভার সদস্য হন।

২. দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকারের মন্ত্রীগণ একক ও যৌথভাবে আইনসভা অর্থাৎ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন বলে একে দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা বলে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকেন।

৩. বিরোধীদলের গুরুত্ব
সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল হল কার্যকর সংসদ গঠনের পূর্বশর্ত। বিরোধী দলকে ছায়া সরকারও বলা হয়। বিরোধী দলের অস্তিত্ব মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিরোধী দল সরকারের দোষ-ত্রুটি জনগণের

সামনে তুলে ধরে। তাছাড়া জাতীয় সংকটে অথবা যে কোন অবস্থায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৪. নমনীয়তা

সংসদীয় সরকার নমনীয় প্রকৃতির। এখানে সংসদ জনগণের প্রয়োজনে ও দেশের স্বার্থে যে কোন সময় সহজেই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া জনসাধারণ প্রয়োজনে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করতে পারে।

৫. রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার

সংসদীয় সরকার জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। সরকারি ও বিরোধী দল জনমতকে তাদের অনুকুলে রাখার জন্য সবসময় তৎপর থাকে। তাছাড়া সরকারের কাঠামো ও নীতিমালা এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়ে সংসদে বিতর্ক হয়। এতে করে জনসাধারণ তাদের করণীয় ঠিক করে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৬. একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থান

সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। এতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে। আর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না তারা বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় একাধিক দলের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

৭. ঐতিহ্য রক্ষা

সংদীয় সরকার দেশের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে। যেমন- ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

সংসদীয় সরকারের ত্রুটি

বর্তমান সংসদীয সরকার ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয়। কিন্তু এ সরকারের কিছু ত্রুটি রয়েছে। সংসদীয় ব্যাবস্থায় একই ব্যক্তি শাসন ও আইন বিভাগের দায়িত্বে থাকে ফলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি কার্যকর সম্ভব হয় না। সকল ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। সংসদ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার সরকারের অস্থিতিশীলতা থাকে না। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ট দল সরকার গঠন করে বলে দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য দেয়া হয় এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রপতি শাসতি সরকার (Presidential form of Government)

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার হল এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রপতির হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। তিনি তার কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন না। অর্থাৎ শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রকৃত শাসক ও নির্বাহী প্রধান একই ব্যক্তি হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণাবলি

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের কতগুলো উল্লেখযোগ্য গুণাবলী আছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হল-

১. স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাপকৃত স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আস্থা বা অনাস্থার উপর নির্ভর করেন না। অভিশংসন (কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে অপসারণ করা) ছাড়া তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না। তাই নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার পতনের সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

২. ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্য নীতির সহায়ক

এ ধরনের সরকারের একটি বিধান হল ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগ অর্থাৎ শাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়। অপরদিকে একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। ফলে ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্যের সুফল পাওয়া যায়।

৩. জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় উপযোগী

জরুরি অবস্থা কিংবা সংকট মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিশেষভাবে উপযোগী। এ ব্যবস্থায় যে কোন সংকটময় মুহূর্তে এবং জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে যুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও অন্য কোন সংকটকালে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার দক্ষতার পরিচয় দেয়।

৪. দলীয় প্রভাবমুক্ত

এ ধরনের সরকার দলীয় প্রভাবমুক্ত। আইন পাশের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের ভোটাভুটি সরকারের স্থায়ীত্বের উপর প্রভাব ফেলে না ফলে এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় দলীয় মনোভাব কম প্রদর্শিত হয়। আইনসভায় রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ের উপর রাষ্ট্রপতির স্থায়ীত্ব নির্ভর করে না। তাই রাজনৈতিক দল সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৫. দক্ষ শাসন ব্যবস্থা

এতে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ নন। তাই তাদেরকে আইন প্রণয়ন নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হয় না। অর্থাৎ এ শাসন ব্যবস্থায় আইন বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতা পায়।

৬. দ্রুত উন্নয়ন

এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। এর ফলে দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের ত্রুটিসমূহ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বর্তমানে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এ সরকারের অনমনীয় প্রকৃতি, দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান, রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাচারী মনোভাব সমালোচনায় সম্মুখীন হয়। তাছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও জবাবদিহিতার অভাব দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কোন্ ধরণের সরকার বেশি কার্যকর বলে মনে করেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে করা হয়েছে। একটি হল সংসদীয় সরকার ও অন্যটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার সকল কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট তথা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি তাঁর কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। ফলে অনেক রাষ্ট্রে 'ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। কোন্‌টিতে সকল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে কুক্ষিগত থাকে?
ক) সংসদীয় সরকার খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়।

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় ---------- বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়।
ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ গ) শাসন ও বিচার বিভাগ ঘ) সবগুলো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনাব আবদুল্লাহ সাহেব পারফেক্ট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাধারণ ব্যবস্থাপক। তিনি তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের নিকট ভীতির পাত্র। কারণ তিনি অনমনীয় প্রকৃতির। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তিনি একাই নেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন না। অপরদিকে রহমান সাহেব থার্মেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপক। তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অধ:স্তন কর্মকর্তাদের সাথে এবং শ্রমিকদের সাথে পরামর্শ করেন।

ক) সার্বভৌমত্ব কয় ধরণের ও কী কী?

খ) আবদুল্লাহ সাহেব সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত একাই নেন

গ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী কী? এ প্রেক্ষিতে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারী মনোভাব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উপরে বর্ণিত অনুচ্ছেদের মমার্থ অনুযায়ী একনায়কতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তফাৎ বের করুন।

২। তপুর বড় ভাই তপুকে পড়াচ্ছিলেন- বাংলাদেশের সরকারকে বলা হয় সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার অপর পক্ষে আমেরিকা হল রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। তপু জিজ্ঞাসা করল বাংলাদেশের সরকারকে কেন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলা হয় না। ভাই বললেন, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা বাংলাদেশ সরকারের তা নেই। তিনি আরও বলেন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। তাই বাংলাদেশে এটিকে গ্রহণ করা হয়।

ক) "সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত" কিসের ভিত্তিতে এ ধরনের শ্রেণীকরণ করা হয়?

খ) সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

গ) "বাংলাদেশের সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির নয়"- প্রমাণ করুন।

ঘ) বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কেন?

৩। শিক্ষক ক্লাসে এসে বললেন, "আজ আমরা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সম্পর্কে জানবো। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এ ধরনের রাষ্ট্রের গ্রহণযেগ্যতা অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের রাষ্ট্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। স্যার আরও বললেন এ ধরনের সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। সবশেষে তিনি বললেন যে, যদিও বাংলাদেশ জনকল্যাণমূলক কাজ করছে, এটি পুরোপুরি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হতে পারেনি। একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো স্যার কেন হতে পারে নি?

ক) কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কি?

খ) কয়েকটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ দিন।

গ) আলোচ্য উদ্দিপকে বর্ণিত রাষ্ট্রটির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

ঘ) উদ্দিপকে বর্ণিত ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তর দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩ : ১। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯ : ১। খ ২। ক